[library stamps]

ভারত ভৃত্য

REGISTERED NO. 99.]

সাপ্তাহিক পত্র

REGISTERED NO. 99.]

নগদ মূল্য ১ পয়সা।

নগদ মূল্য ১ পয়সা।

১ম খণ্ড | কলিকাতা ১৬ই চৈত্র শুক্রবার ১২৭৯ সাল। | ৩১ সংখ্যা।

পাঠকগণ! গত বুধবারে আমরা ভারত [ভৃ]ত্যের যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করিয়াছি তা[হা]তে একটী বড় শুভ খবর আছে, ইনকম [ট্যা]ক্স উঠিয়া গিয়াছে। আপনাদিগের মধ্যে [য]াহাদের হাতে ঐ কাগজ খানি পড়ে নাই [ত]াঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ পত্র খানি কিনিয়া [পা]ঠ করিবেন। এই শুভ ঘটনার নিমিত্ত [স]কলের কি করা কর্ত্তব্য সেই বিষয় উহাতে [বি]স্তারিত রূপে লেখা আছে। কাগজ খানি [লাল] কালিতে ছাপা হইয়াছে। মূল্য ১ পয়সা

—

[খ্য]াত পুস্তক বিক্রেতা মিঃ পেকর কো[ম্পা]নির দোকানে আমাদের ভারতেশ্বরীর এক[খা]নি ছবি সাজান হইয়াছে। ছবি খানি [মিষ্ট]র এইচ এ হারগ্রেভস্ সাহেব আঁকি[য়াছেন]। ছবি খানি ৫ ফিট লম্বা ৩৷৹ ফিট [চওড়]া। ছবি খানিতে ভারতেশ্বরীর সম্মুখে [এ]ক খানি পুস্তক খোলা আছে। তিনি যেন [সেই] পুস্তকের বিষয় কিছু বলিতেছেন এবং তাঁহার [কন্য]া রাজকুমারি বিয়েট্রিস এক দৃষ্টে মায়ের [মু]খ পানে চাহিয়া আছেন। ছবি খানি দেখা [স]কলেরই আবশ্যক।

—

এই রূপ জনরব যে, আগামী এপ্রেল মাসের [১]৩ এ তারিখে আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড [ন]র্থব্রুক সীমলা যাত্রা করিবেন। আমাদের [ত]ার কোন দুঃখ হয় না কেবল তাঁহার অবর্ত্তমানে [ক]লিকাতাটী অন্ধকার হইয়া পড়িবে, এই জন্যই আমাদের মন কেমন করে। হিন্দু শাস্ত্র মতে [ত]ো চৈত্র মাসে যাত্রা করিতে নিষেধ? [ত]বে তিনি তো হিন্দু শাস্ত্র মানেন না সুতরাং [ত]িনি সকল মাসেই যাত্রা করিতে পারেন। [শ]াস্ত্রটা মানিলে মন্দ হইত না, আমরা আর ও [দিন] কতক রাজ প্রতিনিধিকে দেখিতে পাই[ত]াম।

—

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, [আ]মাদিগের উপনগর মিউনিসিপালিটী আলি[পু]র হইতে ড্যালহৌসী ইস্কয়ের পর্য্যন্ত একটী ট্রামওয়ে প্রস্তুত করিবেন। দেশে ট্রামওয়ে যত হয় ততোই ভাল, ইহাতে যাতায়াতের বড় সুবিধা। গাড়ওয়ানদের সঙ্গে আর লোকের হঙ্গামা করিতে হয় না এবং গাড়ীর উপরে চড়িয়া আরোহিদিগকে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও হয় না। ৪ জন লোক না জুটিলে তো আর গাড়ওয়ানেরা চাবুক ধরে না? সকল রাস্তায় ট্রামওয়ে হইলে লোকের যে কত সুবিধা হইবে, তাহা বলা যায় না।

—

কলিকাতা ট্রামওয়ে কলের দ্বারা চালাইবার জন্য এখানকার মিউনিসিপালিটী আমাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমরা শুনিলাম তিনি ইহাতে মত দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, যে যে সময়ে ট্রামওয়ে চলিতেছে, সে সময়ে কলিকাতার রাস্তায় অনেক লোক চলে অতএব কলের দ্বারা ট্রামওয়ে চালাইলে সহরে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমাদের মান্যবর ক্যাম্পবল সাহেব ঠিক বিবেচনা করিয়াছেন। ট্রামওয়ের দুই পাশ যে রূপ আলগা রহিয়াছে, তাহাতে কলের ঘোড়া ছুটিলে কি আর রক্ষা আছে? ঘোড়া অনেককেই যমালয়ে পাঠাইয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—

গত শনিবারে ভারতবর্ষীয় সভার যে সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর মিত্র সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ আর রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল সহকারি সভা পতির পদ পাইয়াছেন।

—

গত শুক্রবারে কলিকাতা পুলিষে একটী বড় চমৎকার কারখানা হইয়া গিয়াছে। এক জন লোক রাস্তায় দৌরাত্ম্য করিতেছিল বলিয়া এক জন চৌকিদার তাহাকে গ্রেপ্তার করে। কয়েদির ভাই এই কথা শুনে তথায় গিয়া চৌকিদারকে বলিল আমার ভাইকে ছাড়িয়া দাও তোমাকে ২টী পয়সা দিতেছি। চৌকিদার প্রথমে বলিল ।৹ আনার কমে হবে না, কিন্তু শেষে ৪পয়সাতেই রাজি হইল। পয়সা লয়ে চৌকিদার বলিল যে, আমি তোমার ভাইকে গ্রেপ্তার করিয়াছি ইহা অন্য অন্য চৌকিদারে দেখিয়াছে অতএব আমি উহাকে এখন আর ছাড়িয়া দিতে পারি না। কয়েদির ভাই বলিল তবে পয়সা ফিরাইয়া দাও, চৌকিদার বলিল তাহাও হবে না। এই বলিয়া চৌকিদার কয়েদিকে থানায় লইয়া গেল। কয়েদির ভাইও ক্ষণকাল পরে থানায় গিয়া উপস্থিত হইল এবং থানার জমাদারকে পয়সার কথা বলিল। জমাদার চৌকিদারের যে গায়ের কাপড় এবং অন্য সমস্ত দ্রব্য তল্লাস করিয়া তাহার পাগড়ীতে ১টী পয়সা পাইলেন আর যে বিছানায় চৌকিদার বসিয়াছিল তাহার নীচেও ৪টী পয়সা পাইলেন। কয়েদির ভাই ফরিয়াদি হওয়াতে চৌকিদারকে ঘুস খাইবার দাবিতে আসামী করিয়া মেজিষ্ট্রেট মিলর সাহেবের সম্মুখে হাজির করা হইল। মেজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন যে, যে ব্যক্তি ঘুস খাইয়াছে তাহাকেই আসামি করা হইয়াছে আর যে ব্যক্তি ঘুস দিয়াছে তাহাকে আসামী করা হয় নাই, এই ভাবিয়া তিনি ফরিয়াদিকেও আসামী করিয়া লইলেন। মকর্দ্দমার সময় চৌকিদার বলিল যে, সে ঘুস লয় নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ফরিয়াদি হইয়াছিল সে বলিল যে, আমি ঘুস দিয়াছি। ইহাতে বিষম গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কিন্তু স্বাক্ষী সাবুদের দ্বারা প্রমাণ হইল না যে, চৌকিদার ঘুস লইয়াছে। মেজিষ্ট্রেট সাহেব মকর্দ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন এবং যে ব্যক্তি বলিতেছিল যে আমি ঘুস দিয়াছি, মেজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন যে, তিনি তাহার একটী কথাতেও বিশ্বাস করেন না। সে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। "ব্যাপারটী মন্দ নয়"।

কলিকাতা পুলিষ।

আজ কাল পুলিষের অত্যাচারের খবর শুনে আমাদের গায়ের রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। পুলিষের দুষ্ট লোকে যে গোপনে কত লোকের সর্ব্বনাশ করে, তাহা কেহই জানে না। জানিবেই বা কেমন করে, যাহারা রক্ষক তাহারাই যদি ভক্ষক হয় তবে আর দেশে লোকে দাঁড়াইবে কোথায়? সার্জন রন্দা তেওয়ারির সম্বন্ধে ছোট আদালতে যে সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আর পুলিষের উপরে কাহার শ্রদ্ধা ভক্তি থাকিতে পারে না। ছোট আদালতের মকর্দ্দমা অনুসারে মতামত প্রকাশ করিতে গেলে পুলিষকে একটী ভয়ানক স্থান বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। গরিব দুঃখি লোকের পক্ষে পুলিষকে যমালয় বলিলে ও অধিক বলা হয় না। পুলিষের দুষ্ট লোকে কাহার ও প্রতি অত্যাচার কি অন্যায়াচরণ করিলে, তাহার নামে নালিশ করিবার যো নাই। থানাও যেমন সদর পুলিষও তেমন। আদালের ঘরের চুলাকে জব্দ করিবার উপায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ছোট আদালতের জজেরা এবার পুলিষের সমস্ত পেটের কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন, এবারে যম দূতদিগের নাড়ী নক্ষত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। দিনের বেলা জগন্নাথের ঘাটের মত জনাকীর্ণ স্থানে পুলিষের এক জন সার্জন আর একজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া এক জন নিরপরাধি ব্যক্তিকে হদ্দ মুদ্দ প্রহার করিয়া আবার দক্ষিণা স্বরূপ ২৫ টাকা নগদ বিদায় লইয়া পুলিষের কায কাজাইতে চলিয়া গেল, বুকে একটুও ভয় হইল না। দিনেশ্বর পণ্ডিত যদি কিল খেয়ে কিল চুরি করিতেন তবে তেওয়ারির লীলা খেলা এখানেই শেষ হইত, সাধারণে ইহার বিন্দু বিসর্গ ও টের পাইত না। এবং সকল কথাই চাপা পড়িত। কিন্তু দিনেশ্বর পণ্ডিত ভেতো বাঙ্গালি নহেন, তিনি পশ্চিমের লোক, ভাল রুটি আহার করেন বলিয়া তাঁহার রক্ত ঠাণ্ডা হইতে পারে না। তিনি এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না, থানায় নালিশ করিতে গেলেন। থানার সাহেব রোঁধ কিরিতে গিয়াছিলেন, সার্জন কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী একটুক্‌রা কাগজে নালিশ লিখে লইলেন আর ফরিয়াদিকে হাজির রাখিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে বলিলেন। কিন্তু ফরিয়াদী অপেক্ষা করিলেন না। ফরিয়াদির অবর্ত্তমানে ইন্‌স্পেক্টর জালেশ্বর উক্ত বাঙ্গলা রিপোর্ট হইতে নালিশ লিখিয়া লইলেন। সেই লেখার মধ্যে আবার আর এক জনের হাতে 'অজ্ঞা' শব্দটী লেখা আছে। পরে ইংরাজি রিপোর্ট বহিতে উহা লেখা হইল। ইন্‌স্পেক্টর মরাক সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ২৬ সেপ্টেম্বরের রাত্রি ১টার সময় এই রিপোর্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ফরিয়াদির তল্লাসে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে তিনি এ বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। পর দিবস প্রাতঃকালে পুলিষ কমিসনরের সম্মুখে এই রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ফরিয়াদি হাজির না থাকাতে, মিথ্যা নালিষ বলিয়া ইহা পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। ২৭ এ সেপ্টেম্বরে ফরিয়াদি উত্তর বিভাগের মেজিষ্ট্রেটের নিকটে সার্জন রন্দা তেওয়ারির নামে এবং দুখি কনষ্টেবলের নামে ২ খানি সমনের প্রার্থনা করেন। ফরিয়াদি বলিয়াছেন যে, মেজিষ্ট্রেট সাহেব ২ খানি সমনেরই হুকুম দিয়াছিলেন এবং আমিও ২ খানি সমনের খরচা দিয়াছিলাম কিন্তু দুখির নামেই সমন বাহির হইয়াছিল। সমন দপ্তরের কেরাণি ভিলজ সাহেব এই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, মেজিষ্ট্রেট সাহেব দুখির নামেই সমনের হুকুম দেন কিন্তু সে চিরকুট খানি ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। আর ১ খানি সমন এবং ২ খানি সপিনার খরচা ফরিয়াদি দিয়াছিল। কিন্তু মকর্দ্দমায় আবার প্রকাশ পাইয়াছে যে, ২৯ অক্টোবরে ফরিয়াদি ২ খানি সপিনার খরচা দিয়াছিল। ফরিয়াদি বলেন যে, ২৯ অক্টোবরের সপিনা ব্যতীত সে আর কোন দিনে সপিনা পান নাই। দুখির অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে মেজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত ২ মাস মেয়াদ দিয়াছেন। মেজিষ্ট্রেট সাহেব যে পুস্তকে স্বহস্তে এই মকর্দ্দমা লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে যে ফরিয়াদি দিনেশ্বর পণ্ডিত রন্দা তেওয়ারির অত্যাচারের কথা মেজিষ্ট্রেটর সম্মুখে বলিয়াছিলেন কিন্তু উকীল ওয়েষ্টন সাহেব যিনি ফরিয়াদির তরফে পুলিষে উকীল ছিলেন, তিনি ছোট আদালতে বলিয়াছেন যে দিনেশ্বর পণ্ডিত মেজিষ্ট্রেটের কাছারিতে রন্দা তেওয়ারীর নাম ও উল্লেখ করেন নাই।

এই সমস্ত ব্যাপার পড়ে শুনে তো আমাদের পেটের ভাত চাল হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহরেই যখন পুলিষের দুষ্ট লোকে যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, তখন মফস্বলে যে তাহারা কি করে তাহা বুঝিয়া উঠা বড় কঠিন! একটী কথা এই যে, গরিব দুঃখী লোকেই উহাদের চক্রে পড়িয়া মারা যায়। ধনী কিম্বা গৃহস্থ লোকের নিকটে উহারা বড় ঘেঁষেনা। যাহাদের মা বলিতে নাই এবং বাপ বলিতে নাই, সেই গরিবদিগকেই উহারা দুই পায়ে দলন করিয়া থাকে। এখন এ রূপ অত্যাচার নিবারণ করিবার কি কোন উপায় নাই? চিরকালই কি দুর্ব্বল লোকে পুলিষের দুষ্ট লোকের মার পীট সহ্য করিবে? চিরকালই কি পুলিষের অত্যাচারকারীরা বল পূর্ব্বক গরিবদিগের টাকা কড়ি অপহরণ করিবে? প্রজা বৎসল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে কি উহারা যাহা মনে করিবে তাহাই করিবে? মহাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এমন নাম কি উহারা কলঙ্কে পরিপূর্ণ করিয়া দিবে? এ কথা তো কখনই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আবার দেখিতে গেলে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গবর্ণমেণ্টের চোখে ধুলি দিয়া বহুকাল অবধি পুলিষের দুরন্ত কর্ম্মচারিরা অত্যাচার করিয়া অব্যাহতি পাইতেছে। প্রতিদিন তাহারা গরিবকে মারিয়া হাতের সুখ করিতেছে. প্রতিদিন তাহারা উপরি রোজকারে টেঁক পরিপূর্ণ করিয়া ঘরে যাইতেছে। প্রতিদিন তাহারা পাকে চক্রে কত লোককে বিপদে ফেলিতেছে, সদর পুলিষ ও ইহার খবর পান না, গবর্ণমেণ্ট ও ইহার কিছুই জানিতে পারেন না। গরিবদিগের সাধ্য নাই যে, তাহারা এ কথা কাহাকেও জানায়। জানাইতে গেলেই বিপদ। তাহার ভিটা মাটি উৎসন্ন করিয়া পুলিষের হতভাগাদিগের দৌরাত্ম্যে তাহার দেশে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। কুমীরের সঙ্গে আড়ি করে কি কেহ জলে বাস করিতে পারে?

এখন কলিকাতা পুলিষের এই বিষয়টী ছোট আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়িল, পুলিষের ইহাতে কি হইল? এই রূপ অনেক সে সার্জন রন্দা তেওয়ারীর কর্ম্ম গিয়াছে, তাহাতেই বা কি? এই হুজ্জতের আগাগোড়া দেখিতে গেলে সকলই অন্ধকার বোধ হয় এবং অনেকের প্রতিই অবিশ্বাস জন্মে। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা বড়ই আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন এ অনুসন্ধান আর কে করিতে পারে? আর কাহারই বা ক্ষমতা আছে। অতএব আমাদের প্রার্থনা এই ... দ্বারা ইহার নিমিত্ত একটী কমিসন বসে। পুলিষ যদি নির্দ্দোষী হন তবে তো তাঁহারা নির্ব্বিবাদে এই কলঙ্ক কাটাইবেন আর যদি এ ... বড় বস্তু হইয়া থাকে, অথবা এক জন পুলিষের লোক বিপদে পড়িয়াছে বলিয়া অন্য কেহ দোষ ঢাকিবার জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিয়া থাকে তবে পুলিষের মাটি পর্য্যন্ত উলটা পালট করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, নহিলে প্রজাবর্গের ধন মান রক্ষা পাইবার কোন সুবিধা নাই।

একি ভয়ানক!

সম্প্রতি হাবড়া জিলায় একটী ভয়ানক ... শোনা যাইতেছে। হাবড়া জিলার খুরত ... স্কুল গ্রামে ঈশান চন্দ্র নাপিত নামে এক ব্যক্তি বাস করে। গত ৬ই মার্চ তারিখে ঐ ঈশান চন্দ্র নাপিত আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকটে পুলিষের একটী ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। পাঠকবর্গের গোচরার্থে আমরা দরখাস্ত খানি অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"মোহিনী দাসী নামে, আবেদনকারির একটী কন্যা আছে। কন্যাটী পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আপনকার আবেদনকারী, কন্যার পূর্ব্বের অসদ্ব্যবহার অবগত ছিল বলিয়া, লজ্জা হেতু তাহার কোন অনুসন্ধান করে নাই এবং আবেদনকারির ইচ্ছাও ছিল না যে, সেই কুলকলঙ্কিনী কন্যা আবার পরিবারের মধ্যে আসিয়া বাস করে।

আপনকার আবেদনকারী বেশ বুঝি... [illegible] ...রিয়াছিল যে, হাবড়া পুলিষের প্রধান কনষ্টেবল কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল তাহার কন্যাটীকে ... করিয়াছে। এই হেতু আপনকার আবেদনকারী অনেক সময়ে কৈলাশ চন্দ্রকে বাড়ীতে আসিতে বারণ করিয়াছিল এবং কন্যাকেও অনেক সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। কন্যার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়াই আবেদনকারী এইরূপ করিয়াছিল। কন্যা এইরূপ শাসন সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উক্ত কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল তাহার অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাধা পাইয়া আপনকার আবেদনকারির শত্রু হইয়া উঠিল এবং অনেক চেষ্টা করিয়া, পরিশেষে তাহাকে বিপদে ফেলিল।

গত বৎসরে উক্ত কৈলাশ চন্দ্র মণ্ডল, তাহার ... চাঁদ নামে তাহার এক জন বাধ্য লোকের দ্বারা পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্টকে এই বলিয়া খবর দিল যে, আপনকার আবেদনকারী এবং তাহার পুত্র বিধু নাপিত দুই জনে, আপনকার আবেদনকারির কন্যা মোহিনী দাসীকে খুন করিয়াছে! ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্ট এই খবর পাইয়া, রিজর্ব ইনস্পেক্টর বাবু নিমাই ... মুখোপাধ্যায়কে এবং প্রধান কনষ্টেবল ... চন্দ্র মণ্ডলকে ইহার তদারকের ভার দিলেন।

পুলিষের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্টের আদেশানুসারে উক্ত রিজর্ব ইন্‌স্পেক্টর এবং প্রধান কনষ্টেবল, আবেদনকারির বাড়ীতে আসিয়া, ...কেও তাহার পরিবারবর্গকে এবং তাহার শিশু সন্তানদিগকে বল পূর্ব্বক এই দোষ স্বীকার করাইবার জন্য নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। আবেদনকারির কনিষ্ঠ পুত্র তাহার বয়স ১২ বৎসর এবং তাহার পুত্র বধূ, যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া রিজর্ব ইন্‌স্পেক্টর তাহাদের দুই জনকে যাহা বলাইলেন তাহারা তাই বলিল সুতরাং আপনকার আবেদনকারী এবং তাহার পুত্র বিধু নাপিত অপরাধি বলিয়া সাব্যস্ত হইল এবং তাহাদিগকে হাজতে রাখা হইল। পরিশেষে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট রিকেট সাহেবের নিকটে মকর্দ্দমা তারম্ভ হইল। আপনকার আবেদনকারির কনিষ্ঠ পুত্র এবং কনিষ্ঠা পুত্র বধূ যন্ত্রণা হেতু পুলিষের অনুরোধে ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্টের সম্মুখে যাহা বলিয়াছিল, ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের সম্মুখে খুন সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তাহারা অস্বীকার করিল। ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া রিজর্ব ইনস্পেক্টরকে নূতন সাক্ষী আনিতে বলিলেন। এই আদেশ অনুসারে রিজর্ব ইনস্পেক্টর এবং প্রধান কনষ্টেবল, একখানি তরবাল একটী মাটির জালা এবং রক্ত মাখান এক খণ্ড বাঁশ আর দুইটী মরা মানুষের মাথা আনিয়া আদালতে হাজির করিয়া দিল। উহারা বলিল ইহার একটী মাতা মোহিনী দাসীর। মকর্দ্দমা যখন এত দূর আসিয়াছে, এমন সময়ে আবেদনকারির ব্যভিচারিণী কন্যা মোহিনী দাসী স্বইচ্ছায় ডিষ্ট্রিক্ট সুপরইনটেণ্ডেণ্টের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদিও তাহার শরীর অপবিত্র হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহার অন্তরে পিতা মাতা এবং ভ্রাতার প্রতি সেই রূপ স্নেহ আছে। নতুবা এই খবর শুনিবা মাত্র সে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে কেন?

এ রূপ স্থলে আদালতে আর কি রূপ মকর্দ্দমা হইতে পারে সুতরাং গত রবিবারে আপনকার আবেদনকারী খালাস পাইয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং ব্যভিচারিণী কন্যাকে ক্ষমা করিতেছি"।

এটী বড় সহজ ব্যাপার নহে। দরখাস্ত খানির সমস্ত কথা যদি সত্য হয় তবে তো আর পুলিষের দৌরাত্ম্যে এ দেশে আর কাহারও বাস করা হয় না। আমরা শুনিলাম এ বিষয়ের তদারক হইতেছে। দেখা যাউক কি হয়।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর

শ্রীযুক্ত "ভারত ভৃত্য" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

আপনার "ভারত ভৃত্য" পত্রিকার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ পূর্ব্বক, গবর্ণমেণ্টের গোচর করাইয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিবেন; তাহা হইলে আমরা পরম চরিতার্থ হইব জানিবেন।

জিলা হুগলি, থানা ধনেখালির মধ্যে নলথোবা, পাড়াম্বুয়া, ও নিকটবর্ত্তি অন্যান্য গ্রামের মধ্যে একটীও পোষ্ট আফীস না থাকায় উক্ত গ্রামদ্বয়ের ব্যক্তি সমূহের এমত কষ্ট হইয়াছে যে, পত্র পাঠাইতে হইলে অন্যূন (তিন চারি মাইল) দশঘরার পোষ্ট আফীসে যাইতে হয়। যাঁহারা পত্র দিতে জান, তাঁহাদিগকে বহু খাবার সারিয়া গমন করিতে হয়, নচেৎ ফিরিয়া আসা ভার। এক্ষণে আমাদের দয়াল গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন এই যে, উপরোক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে একটী ডাকের বাক্স স্থাপন করিয়া দেন; তাহা হইলে গ্রামবাসীরা অনায়াসে এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ও কিছু মাত্র ব্যয় নাই। দশঘরার "পোষ্ট পিওন" যদ্যপি দিনান্তে একবার উক্ত বাক্সের তত্ত্বাবধারণ করে, তাহা হইলে গ্রামবাসীদিগকে আর স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একটী দিনও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ভরসা করি প্রজারঞ্জন এবং মাননীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই প্রার্থনায় উপেক্ষা করিবেন না। এই আমাদের বাসনা জানিবেন।

একান্ত বাধ্য।

কলিকাতা। গবর্ণমেণ্ট হাউস। } শ্রীব্রজনাথ বসু। সাং নলথোবা।

জননী।

(১)

দয়ার মূরতি মাতা ঘরে নাই যার,
এজগৎ তার পক্ষে চির অন্ধকার;
কে দেয় যতনে তারে সময়ে খাবার,
আদরে মুছায়ে মুখ কেবা দেয় তার।

(২)

মামা বলে মায়ে যবে করি সম্বোধন,
আনন্দ সাগরে ভাসে জননীর মন;
অমনি জননী আসি আদরে যতনে,
তোষেন আমার মন মধুর চুম্বনে।

(৩)

পাঠশালা হতে ঘরে যবে ফিরে যাই;
কত যে সুখাদ্য আমি খাইবারে পাই;
জননী যদ্যপি নাহি থাকিতেন ঘরে,
কে দিত খাবার মোরে এহেন আদরে।

(৪)

পীড়িত হইলে যদি শিয়রে আমার,
করেন জননী মম কত প্রতীকার,
মম আরোগ্যের তরে সকরুণস্বরে,
করেন প্রার্থনা তিনি ঈশ্বর গোচরে।

মান্যবর

ভারত ভৃত্য সম্পাদক মহাশয়!

এই পদ্য "ভারত ভৃত্যে" স্থানদানে বাধিত করিবেন এই প্রার্থনা।

সেবকস্য

শ্রী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিবপুর, ... লেন।

সংবাদ।

পুরণীয়া কলেক্টরির প্রধান কেরাণি আবদুল কাদের গবর্ণমেণ্টের তহবিল ভাঙ্গিয়া ছিলেন বলিয়া, কঠিন পরিশ্রমের সহিত তাঁহার ১০ বৎসর কারাবাস হইয়াছে এবং ১০০০ টাকা জরিমানাও হইয়াছে। আরও তাঁহার উপরে অন্য অন্য দাবী আছে। সেই সমস্ত দাবির মকদ্দমা হইবে।

আরা জিলায় অতি উত্তম সেগুণ গাছ আছে। এই রূপ জানা যায়, ব্রহ্মদেশের সেগুণ কাঠ অপেক্ষা ইহা ১০ গুণে শক্ত। এই দেখিয়া আমাদের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ... দেশের সেগুণ গাছ পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। ভারত রত্নের আকর, সকল সামগ্রীই এখানে হয়, কেবল আমাদের নিজের দোষেই সোনার ভারত অন্ধকার হইয়া রহিয়াছে।

আমাদের চা বাগানের প্রতি ইংলণ্ডের খুব নজর পড়িয়াছে। চায় কর্ম্মের লাভে ইংলণ্ডবাসিরা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি তথাকার এক জন যুবা আসামের একটী চা বাগানে শিক্ষানবিস হইবার নিমিত্তে ১০০০ টাকা দিয়াছেন। আমাদের বাবুরা কি স্কুল তাড়া খাইয়াই জীবন শেষ করিবেন?

ডাক্তার ব্রেক সাহেব নিভাতা প্রদেশের একটী উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ৫০ রকম হীরক সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত ১০ বৎসরের গ্রেট ব্রিটেনে যে সমস্ত ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১০ জন ১০০০০০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, ৫৩ জন ৫০০০০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন এবং ১৬১ জন ২৫০০০০০ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডের এখন অনেকেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি!

ইংলণ্ড প্রদেশের ব্রিষ্টল বাসিরা বৃষ্টির তালিকা রাখেন, উহাতে লেখা আছে যে, যে ইং ১৮৭১ সালের নবেম্বর মাস অবধি ৫৪ হপ্তার মধ্যে প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া বৃষ্টি হইয়াছে।

এখন অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে যে রূপ বৃহৎ বৃক্ষ আছে এমন আর কোন দেশেই নাই। সেখানকার গঁদের গাছ ৪৫০ ফিট উচ্চ, ৪০ ফিট মোটা।

এক টুকরা রুসীয় দেশের চামড়া, এক টুকরা চরবির বাতি আর এক টুকরা সামান্য সাবান কাপড়ের বাক্সতে রাখিয়া দিলে আর কাপড়ে পোকা ধরে না।

এণ্টোয়ার্প প্রদেশে ৫০টী চুরটের কারখানা আছে। তাহাতে ১০০০ লোক কর্ম্ম করে। আমাদের দেশের চুরটের কারখানায় হয় ১ জন না হয় ২ জন, নইলে হদ্দ ৫ জন লোকেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। এতে কি আর ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ইংলণ্ড প্রদেশে ৩০ বৎসরের মধ্যে জাহাজের কর্ম্ম ৩০ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তথায় ২২০০০ জাহাজে আমদানি এবং রপ্তানির কাযে নিযুক্ত আছে। ঐ সমস্ত জাহাজে ২০০০০০ জন নাবিক কর্ম্ম করে। আমাদের মধ্যে আজও সেই ৩ খানা তক্তার নৌকা শোভা করিয়া রহিয়াছে। নইলে আমাদের এমন দুর্দ্দশাই বা হবে কেন?

ইতিহাস বেত্তা ফ্রাউড সাহেব বলেন যে, ইউরোপের মধ্যে আয়ারলণ্ড বাসিরাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন লোক।

অমরাবতীর তুলার কলে আগুণ লাগিয়া ৩৫০০০ টাকার তুলা পুড়িয়া গিয়াছে। বড়ই দুঃখের কথা।

বেঙ্গেলোরে এক জন সৈনিক পুরুষ চুপ করে দাঁড়াইয়া মহরম দেখিতে ছিলেন। এমন সময় একজন মুসলমান বিনা অপরাধে তাঁহার মাতায় লাঠী মারিয়াছে। হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে। কলিকাতায় যে মহরমের সময় কোন রূপ উপদ্রপ হয় না, এইটীই আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

কানপুরে বানরের এমনই উপদ্রপ হইয়াছে যে, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার মানসে, তথাকার লোকে গবর্ণমেণ্টকে এক খানি দরখাস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা বলি বানরদিগকে প্রাণে মারিবার চেয়ে স্থানান্তর করিবার কোন উপায় করা বিধেয়

কহিনুর বলেন যে, গত জেনুয়ারি মাসে জয়পুর প্রদেশের বাউরি খেরা গ্রামে একটী স্ত্রী লোক আগুন খাইয়া মরিয়াছে। এখনও সহমরণ ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।

বারাণসী আকবর বলেন যে, হিন্দু সন্তানেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা বিধেয়, কারণ হিন্দু আইনে এই রূপ বলে। আকবর ভ্রাতা কি জানেন না যে, লেক্স লোসাই আইন পাস হইয়া [illegible]ছে?

আমাদের রাজ প্রতিনিধি সে দিন শ্রীরামপুর দেখিতে গিয়াছিলেন। ফ্রেণ্ড আফ ইণ্ডিয়ার সম্পাদক তাঁহাকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত মারকিস ঘাটে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। এবং বাবু হেমচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার নিমিত্ত এক খানি যুড়ী গাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজ প্রতিনিধি সেই গাড়ী চড়ে শ্রীরামপুর কালেজ এবং রেলওয়ে ইষ্টেসন দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ২ ঘণ্টা কাল তথায় অবস্থান করিয়া পরে সোনামুখী চড়ে বারকপুরে পার হইয়া গেলেন।

পঞ্জাবের সহকারি কমিসনর পণ্ডিত রাধাকিসন সম্প্রতি রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনেক দিন কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং সময়ে সময়ে যে সমস্ত কর্ম্ম কায তাঁহার হাতে আসিয়াছিল তাহা তিনি উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। যোগ্য পাত্রে যে, সম্মান দান করা হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গত শনিবারে বর্দ্ধমানের মহারাজা দারজিলিং পাহাড়ে যাত্রা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রীষ্ম কাল তিনি তথায় কাটাইবেন। পর্ব্বত বিহার আমাদের গবর্ণমেণ্টই সকলকে শিখাইলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের যে সমস্ত কেরানীরা সীমলায় যাইবার কথা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে আগামী ১৫ ই এপ্রেলের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

ছাপা খানার দ্রব্য সামগ্রী।

মিলর এবং রিচর্ডের প্রেস এবং টাইপ ছাপাখানার অন্য অন্য সমুদায় দ্রব্য, সদা সর্ব্বদা আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ থাকে। এবং নগদ টাকায় বিক্রয় হয়।

ইউরিং কোং

ওলাউঠার ঔষধ।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির ওলাউঠার ঔষধ। বৌবাজার ষ্ট্রীটের ৯২ নং ভবনের উপর তালায় পাওয়া যায়।

১। ভেদ, বমি হাতে পায়ে খেচনি, প্রস্রাব রোধ ইত্যাদির ঔষধ এক সিসির মূল্য ১ টাকা

ডাকে ১৷৹

২। হিমাঙ্গ, শব্দ ও শ্বাস কৃচ্ছ, নাড়ী ক্ষীণ বা অস্পষ্ট, ইত্যাদির ঔষধ ১ সিসি ১ টাকা

ডাকে ১৷৹

৩। চক্ষুলাল, বা মাথা গরম, শ্বাসদীর্ঘ, হিক্কা, অস্থিরতা বা উন্মত্ততা ইত্যাদির ঔষধ এক সিসি ১ টাকা।

ডাকে ১৷৹

যেসকল লক্ষণে যে ঔষধ যে যে নিয়মে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সিসির উপর লেখা থাকিবে।

সাহাজাদ পুর লাইব্রেরী।

গত ২৮ এ ফালগুণ হইতে আমি [illegible] লাইব্রেরী সংস্থাপন করিয়াছি। যাঁহার [illegible] কিছু আবশ্যক হয় নগদমূল্যে লইতে পারিবেন।

ইতি সন ১২৮১ সাল। ১লা চৈত্র

শ্রীজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সাহাজাদপুর লাইব্রেরীর কর্ম্মাধ্যক্ষ।

উত্তম কোক কয়লা।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উত্তম কোক কয়লা নিম্নলিখিত স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

লালবাজার ষ্ট্রিট ১৩। ১৪ নং ভবনে	দর প্রতিমোন	।৶৹
সয়ালদা ওমদা রাজার লেনে	ঐ	।৵৹
মোং হাবড়া রানিগঞ্জ কোল কোম্পানির ডিপোতে		।৶৹

৪ নং কেয়ারলি প্লেসে মি, সুইনি কিলবরণ কোম্পানির আফিসে তত্ব করিলে বিশেষ অনুসন্ধান পাইবে

মল্লিক কোম্পানির ঔষধালয়।

১৩ নং নিমু খানসামার গলি। এই গলি ঠিক হিন্দু ফেমেলি এনুইটী ফণ্ড আফিসের সম্মুখে এবং ফিবর হাসপাতালের দক্ষিণে।

এই স্থানে প্রতিদিন প্রাতে ৯ টা অবধি ১১টা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত বিজ্ঞ ডাক্তারেরা বিনা খরচায় রোগিদিগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন
এই ঔষধালয়ে নিপুণ কম্পাউণ্ডারের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াথাকে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক চুনাগলি পিপলস কেণ্ড যন্ত্রে মুদ্রিত।